বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসুলিহিল কারীম

(বেহেস্তী জেওর কিতাব সম্পর্কে ফতোয়ায়ে রেজভীয়ার অভিমত)

প্রশ্নঃ ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন নিম্নবর্ণিত মস্‌আলা সম্পর্কে কি বলেন? বেহেস্তী জেওর কিতাবখানা কিরূপ কিতাব? উহা পাঠ করা যায়েজ কিনা ? উহাতে লিখা আছে – "কেউ যদি একথা বলে যে, আল্লাহ ও রাসুল ইচ্ছা করলে অমুক কাজটির সমাধা হয়ে যাবে – তা হলে তা শিরক হয়ে যাবে"। প্রশ্ন হলো– সত্যিই কি শিরক হবে, নাকি হবে না? উক্ত কিতাবে আরোও লেখা আছে "আল্লাহ্ তা'আলা কিছু মখলুক নূরের দ্বারা সৃষ্টি করে আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন করে রেখেছেন"। ইহা সঠিক- না বেঠিক ?

জওয়াব ঃ বেহেস্তী জেওর নামীয় কিতাবখানা মারাত্মক গলদ মাসায়েল ও অনেক গোমরাহীতে ভরপুর। উহা (গ্রহণ করার নিয়তে) পাঠ করা হারাম। উক্ত কিতাবের লেখক আশরাফ আলী থানবী সম্পর্কে হারামাঈন শরীফাঈনের বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম, মুফতীয়ানে ইজাম ও শাইখুল ইসলামের ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে। "হোস্‌সামুল হারামাঈন" নামের উক্ত ফতোয়া 'মাত্‌বায়ে আহ্‌লে সুন্নাত, বেরেলী কর্তৃক প্রকাশিত। উক্ত ফতোয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, -ফিরিস্তাগণ নূরের সৃষ্টি এবং জনসাধারণের দৃষ্টি হতে গোপন। (আম্বিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টি হতে গোপন নন)।

আর "আল্লাহ ও রাসুলের ইচ্ছায় অমুক কাজটি হবে" বলার মধ্যে কোন দোষ নেই- যদি আল্লাহ ও রাসুলকে সমান মনে না করে। এমন কোন্ মুসলমান আছেন– যিনি (নাউজুবিল্লাহ) রাসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর সমকক্ষ বা শরীক বলে মনে করেন? এই মাস্‌আলার বিস্তারিত বিবরণ এবং অনুরূপ আকিদাগত অনেক মাসায়েল -এর বিস্তারিত বিবরণ আমার (আলা হযরত) লিখিত গ্রন্থ "আল আম্‌নু ওয়াল উলা'য় লিখা আছে। আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ"।

সুতরাং আলা হযরতের ফতোয়ায়ে রেজভীয়ার মন্তব্যের আলোকে এই অধম (আল্লামা হাশমত আলী) বেহেস্তী জেওরের গোম্‌রাহীপূর্ণ আকিদা এবং গলদ মাস্‌আলাসমূহ খুঁজে বের করে স্তুপের মধ্য থেকে নমুনা স্বরূপ মুসলমানদের সামনে পেশ করছি -যাতে তারা সত্য অবগত হয়ে উক্ত গোমরাহী হতে বাঁচতে পারেন এবং মাযহাবের খেলাফ মাসায়েলের উপর আমল না করেন। যে সব মাস্‌আলা জানা না থাকে, সে সম্পর্কে বিজ্ঞ সুন্নী আলেম থেকে জেনে নেবেন অথবা নির্ভরযোগ্য কিতাব দেখে নেবেন। যেসব কিতাব পাঠ করলে ঈমান ও আকিদা নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে, ঈমানে দুর্বলতা আস্‌তে পারে- সে সব কিতাব কখনও পাঠ করা উচিৎ নয় এবং নিজ পরিবার পরিজনকেও পড়তে দেয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে (হাশমত আলী) ও মুসলমানগণকে হেদায়াত নসীব করুন! আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পথে পরিচালিত করুন। বে-দ্বীন ও গোম্‌রাহ লোকদের গোম্‌রাহী হতে আল্লাহ রক্ষা করুন!

হাশমত আলী রেজভী